আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেলেন মোখলেসুর রহমান মুকুল

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাতিলের রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) করা আপিলের মাধ্যমে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন মোখলেসুর রহমান মুকুল। তিনি মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন।

আজ রবিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে এই আপিল শুনানি শুরু হয়, চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থিতা বাতিল ও বৈধ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপিল শুনানির প্রথম দিনে ৯৪টি আবেদনের শুনানি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর মধ্যে ৩২ জনের আপিল নামঞ্জুর এবং ৬টি আবেদন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে এবং ৫৬ জনের প্রার্থিতা ফেরত পেয়েছেন।

আপিলের প্রার্থীতে ফেরত পাওয়া মোখলেসুর রহমান মুকুল গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। যাচাই-বাছাইকালে মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তার মনোনয়নপত্র অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

মেহেরপুরে সফল জননী নির্বাচিত হলেন নহরজান খাতুন

মেহেরপুরে সফল জননী নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মৃত কোবাদ আলীর স্ত্রী মোছাঃ নহরজান খাতুন।

গতকাল শনিবার (৯ ডিসেম্বর) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার

উদ্যোগে রোকেয়া দিবস পালন ও সফল জয়িতাদের সংবর্ধনা প্রদানের সময় এ সন্মাননা ক্রেস্ট তার হাতে তুলে দেয় জেলা প্রশাসক শামীম হাসান ।

জয়িতা অকন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫ জন জয়িতাকে সংবর্ধনা, ক্রেষ্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মেহেরপুর জেলায় সফল জননী নির্বাচিত হন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামে মোছাঃ নহরজান খাতুন।

নহরজান খাতুনের স্বামী কোবাদ আলী ১৯৯৬ সালে মৃত্যু বরণ। তারপর তিনি ৭ পুত্র ও ৩ কন্যাকে অত্যাধিক বিচক্ষণতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে সু-নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়িকে নীজ পিতা মাতার ন্যায় দেখভাল করেছেন। ২০১৫ সালে তিনি পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জ পালন করেছেন।

নহরজান খাতুনের সন্তানদের মধ্যে বড় সন্তান আনিসুর রহমান কুষ্টিয়া জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত, কন্যাদের মধ্যে বড় নাসিমা খাতুন গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, পুত্র আইনুল হক বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মেহেরপুর জেলা সংবাদদাতা হিসেবে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে সুইডেনে নাগরিকত্ব অর্জন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। আলমগীর হোসেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকায় সিনিয়র স্টাফরিপটার হিসেবে কর্মরত। ছোট পুত্র ইঞ্জিনিয়ার জিল্লুর রহমান বিজিএমইএ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা তাসলিমা আক্তার ৪১ তম বিসিএস ননক্যাডারে কর্মকর্তা হিসেবে চলতি বছরে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সন্তানেরা সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা পদে কর্মরত রয়েছেন। সন্তানেরা কর্ম ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে।

নহরজানের সফল মাতৃত্বের ছায়াতলে এই পরিবারটি এলাকার মধ্যে একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মুজিবনগরে ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর পার্টনার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছে গুডনেইবারর্স।

রবিবার বিকেলে গুডনেইবার্স এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস চত্তরে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার বিভোব দেওয়ানের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর এডমিন অফিসার অশোক মালাকার।

ম্যানেজিং কমিটির কার্যক্রম, অংগ্রহনকারী স্কুলের গুলোর ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় পাসের হার কীভাবে বাড়ানো যায়।

এসএমসি ভূমিকা, দায়িত্ব এবং উন্নতির ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি,বিশেষ অতিথি এবং অংশগ্রহনকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।

মতবিনিময় সভার শুরুতে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য শেয়ার করেন মতবিনিময় সভার সভাপতি বিভোব দেওয়ান। উন্মুক্ত আলোচনা এবং শেষে সভাপতির অনুপ্রেরণামূলক এবং সমাপনী বক্তৃতার মধ্যদিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি হয়।

মতবিনিময় সভায় গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির ১০ টি পার্টনার স্কুলের ১০ জন শিক্ষক এবং ২০ জন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য অংশগ্রহন করেন।

মেহেরপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত

মেহেরপুরে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র্যালী,আলোচনা সভা, আর্থিক সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

“সকলের জন্য স্বাধীনতা,সমতা এবং ন্যায়বিচার”এই প্রতিপাদ্যে রবিবার (১০ই ডিসেম্বর) সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর আইনী সহায়তা কেন্দ্র (আসক) ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সরকারি মহিলা কলেজের হল রুমে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আসক ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদিকা দিলারা জাহানের সঞ্চালনায় এসময় খুলনা বিভাগীয় সহ-সভাপতি সাংবাদিক মিজানুর রহমান,গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মাহাবুব আলমসহ ফাউন্ডেশনের সদস্য, সমাজসেবক , শিক্ষক- শিক্ষিকা, এনজিওকর্মী , সাংবাদিকবৃন্দু ও কলেজের ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে মহিলা কলেজের সামনে গিয়ে শেষ হয় এবং সারাদিন ব্যাপি দুস্থ অসহায় মানুষের জন্য ফ্রি রক্তদান কর্মসূচি চলে।

আলোচনা সভার শেষে তিনটি অসহায় পরিবারকে সচ্ছলতার জন্য একজনকে সবজির ব্যবসা, চায়ের দোকানের ব্যবস্থা ও অপর জনকে সেলাই মেশিন সহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আচরণবিধি লঙ্ঙ্ঘনের অভিযোগে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে শোকজ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ রবিবার মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ও নির্বাচন অনসন্ধান কমিটির মেহেরপুর-১ আসনের চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজন নোটিশে বলা হয়েছে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী গত ৯ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার শোলমারীরস্থ বাসভবনের সামনে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারি গাড়ি যোগে এবং পুলিশ প্রটৌকল সহকারে জসভায় উপস্থিত হন। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১২ ও ১৪ (২) এর লঙ্ঘন।

আগামী ১২ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টার সময় জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ে প্রার্থী স্বশরীরে অথবা মনোনিত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হলো।

মেহেরপুরের এসপিসহ ৫এসপি ও ২কমিশনার প্রত্যাহার

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) রাফিউল আলমসহ পাঁচ এসপি ও দুই মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন।

আজ ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও মহাপুলিশ

পরিদর্শককে অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। বাকিরা হলেন- বরিশাল মেট্রোপলিটন কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন কমিশনার, হবিগঞ্জ পুলিশ সুপার, পিরোজপুর পুলিশ সুপার, নোয়াখালী পুলিশ সুপার ও সাতক্ষিরা পুলিশ সুপার।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহারকৃত পদগুলোতে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের পদায়ন করে প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনকে পাঠানোর নির্দেশ করা হয়েছে।

সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কোটি টাকার ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়ি

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান। তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যার্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। ইতিপুর্বে তিনি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনে (১৯৯৯) দুই দফা আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন এবং মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের কাছে পরাজিত হন। এছাড়াও তিনি নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। দশম সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হননি। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দাখিল করা হলফনামা নির্বাচন কমিশনে পাওয়া যায়নি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তিনি নিজের পেশা ঘোষণা করেছেন কৃষি ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে।

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোননয় পত্রের সাথে জমা দেওয়া হলফনামা এবং নবম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে নিচের তথ্যগুলি জানা গেছে।

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের স্থাবর সম্পদের মধ্যে আছে ১০ হাজার টাকায় কেনা পাঁচ বিঘা কৃষি জমি। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ‘মানাম ইছামতি’ নামক এপার্টমেন্টে ৩০৯২ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ২১ লাখ ২০ হাজার টাকা। একাদশ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামাতে তার কৃষি জমি ছিল ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১৫ বিঘা কৃষি জমি। অকৃষি জমি ছিল ১৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা সমমূল্যের। মনোনয়ন বাতিল হওয়ার নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তার স্থাবর সম্পদ একই ছিল। তবে অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল ১ লাখ ২২৩ টাকা, ১২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা।

২০১৮ সালে একাদশ নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলের সময় হলফনামা অনুযায়ী তার স্থাবর সম্পদ একই থাকলেও অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল নগদ ১৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে ২ লাখ টাকা, ২৫ ভরি স্বর্ণ, ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র।

বর্তমানে তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ ৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে জমা আছে ২২ লাখ ৯০ হাজার ৩১৬ টাকা, ব্যবহৃত গাড়ির মূল্য ৬১ লাখ ৩২ হাজার টাকা। ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের ২৫ ভরি স্বর্ণ সহ ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র রয়েছে। উপহার সূত্রে পাওয়া আরো কিছু ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও আসবাবপত্র আছে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তার মনোনয়ন পত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়, সে সময় হলফনামায় আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের একটি পিস্তল দেখানো হলেও পরবর্তীতে আর কোন হলফনামাতে পিস্তলটির কথা উল্লেখ করা হয় নি।

মেহেরপুরে গ্যাস ব্যবসায়ী সবুজের পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর কাঁসারী পাড়া প্রধান সড়কের বিশিষ্ট গ্যাস ব্যবসায়ী সবুজের পিতা সরোয়ার উদ্দিন (৭২) বার্ধক্য জনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত সরোয়ার উদ্দিন মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

শনিবার ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত সরোয়ার উদ্দিন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী ছিলেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার সকাল ১০ টায় হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থির

বৈশ্বিক অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের নিত্যপণ্যের বাজারে প্রায়ই দেখা দেয় অস্থিরতা। ক্রমেই নানা অজুহাতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় বাজারে গিয়ে হিসেব মিলাতে পারছে না ক্রেতারা। ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কাটছাঁট করতে একরকম বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষ।

এখন বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি। ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। জনকল্যাণে নেওয়া সরকারের নানা পদক্ষেপের পরও কোন কোন পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক

মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির মাংস। এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক পাইকারি ও খুচরা বাজার দরের তারতম্যের চিত্র নিম্নরুপ।

গতকাল শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) সহ গত এক সপ্তাহে সরজমিনে মেহেরপুর শহরের পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য তালিকায় বিগত সপ্তাহের তুলনায় তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর বড় বাজারে, মোটা চাল পাইকারি মূল্য ৫২ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছ। মাঝারি চাল পাইকারি মূল্য ৫৬ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৮ টাকা কেজি, সপ্তাহের ব্যবধানে ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরু চাল পাইকারি মূল্য (৬১-৬২) টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য (৬৪-৬৫) টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে অপরিবর্তিত রয়েছে। আলু পাইকারি বিক্রয় মূল্য ৪৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

দেশি পেঁয়াজ পাইকারি মূল্য ১১০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১২০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে ১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এল সি পেয়াজ পাইকারি মূল্য ৯০ টাকা ও খুচরা ১০৫ টাকা কেজি দ্বরে বিক্রি হচ্ছে। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা মূল্য ১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিম পাইকারি মূল্য ১১৫ টাকা ডজন ও খুচরা মূল্য ১২০ টাকা ডজন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্য ২০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি মূল্য ১৫০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১৬০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৩০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত

মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৩ ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে মানববন্ধন, আলোচনা সভা ও জয়িতা সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সভাপতি শামীম আরা হীরা।

এছাড়াও এসময় জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া,ট্রেড প্রশিক্ষক মীর দানীয়েল হোসেন,মোছাঃ শিরিনা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে ৫ ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে উত্তরীয় ও সম্মাননা সনদ প্রদানকরা হয়। মেহেরপুর জেলায় পাঁচ ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত জয়িতারা হলেন অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী মেহেরপুর পৌরসভা মল্লিক পাড়ার মোছাঃ সুবেহ সুলতানা।

শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী মুজিবনগর উপজেলা মোনাখালী গ্রামের মোঃ শিরিনা খাতুন। সফল জননী নারী গাংনী উপজেলার নহরজান খাতুন।

নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছে যে নারী মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের মোছাঃ আনোয়ার বেগম, সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী মেহেরপুর পৌর সভা নতুন পাড়ার মোছাঃ শারমিনা পারভীন।

মেহেরপুর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও জেলা প্রশাসক জয়িতাদের সম্মাননা সনদ হাতে তুলে দেন ।

অনুষ্ঠানের আগে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।